টিউশন ফির নামে ৪০০ কোটি টাকা পাচার

আগামী সপ্তাহে পাঠ্যবই বিতরণ শেষ হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
১১ মার্চ ২০২৫, ১২:০০ এএম

টিউশন ফির নামে ৪০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, অনেক ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়তে যায়। এক কেসে দেখা গেছে, ছেলের একটি সেমিস্টারের টিউশন ফি হিসেবে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠানো হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করছি না। কতটা ইনোভেটিভ প্রক্রিয়ায় টাকা পাচার হয়েছে। আমরা জানতাম ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে, ব্যাংকিং সিস্টেমে বা হুন্ডির মাধ্যমে টাকা চলে

গেছে। কিন্তু দেখা গেছে, কিছু কিছু জায়গায় লুপ হোল খুঁজে ৪০০ কোটি পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে কারও টিউশন ফি ৪০০-৫০০ কোটি টাকা আছে?

গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও অপূর্ব জাহাঙ্গীর, সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি। এদিন সকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনতে টাস্কফোর্সের সভায় এই তথ্য জানান এনবিআর চেয়ারম্যান।

প্রেস সচিব বলেন, পাচারকৃত টাকা ফেরত আনার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে ১১ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর। টাকাটা ফেরত আনার প্রচেষ্টা কতদূর এগোল, সেটার ওপর আজ একটা মিটিং হয়। মিটিংয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধান

উপদেষ্টা। সেই মিটিংয়ে অনেক সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাচার করা টাকা কীভাবে আনা যায়, সেটি ত্বরান্বিত করার জন্য আগামী সপ্তাহের মধ্যে একটা বিশেষ আইন খুব শিগগিরই। তিনি বলেন, ২০০টি ল ফার্মের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তবে এখনও সিলেকশন হয়নি। ৩০টির মতো ল ফার্মের সঙ্গে অ্যাগ্রিমেন্টে যাব। একটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিলেকশন হবে। অ্যাগ্রিমেন্ট করতে এ আইনটা সাহায্য করবে। যত দ্রুত টাকা ফেরত আনা যায়, সে বিষয়ে প্রতি মাসে হাই পাওয়ার মিটিং হবে। ঈদের পর আরেকটা মিটিং ডেকেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এখন থেকে এ বিষয়ে প্রতি মাসে মিটিং হবে।

আগামী সপ্তাহে পাঠ্যবই বিতরণ শেষ হবে

পাঠ্যপুস্তক ইস্যুতে ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম জানান, এ বছর পাঠ্যপুস্তক বিতরণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। ২ কোটি ৩২ লাখ ছাপা হওয়া বই বিতরণ প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া এক কোটি ৮ লাখ ৫ হাজার বই ছাপানো সম্ভব হয়নি। এই বইগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে ছাপা এবং বিতরণ শেষ হবে।

বিলম্ব হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগের সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু মুদ্রণ ব্যবসায়ী চেয়েছিল বইয়ের মুদ্রণের প্রক্রিয়া জুন-জুলাই পর্যন্ত বিলম্ব করা, যাতে সরকারের ইমেজ ক্ষুণœ করা যায়। এসব অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, নতুন উপদেষ্টা সিআর আবরার জানিয়েছেন, আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার প্রক্রিয়া আগামীকাল থেকে শুরু হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা আগামী বছর নির্ধারিত সময়ে বই পায়।